২৮-০৩-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- একমাত্র বাবা-ই হলেন সকলের সুখদাতা ভোলা ব্যাপারী (বণিক), তিনিই তোমাদের সব পুরানো জিনিস নিয়ে নতুন দিতে আসেন, তাঁরই পূজা হয়"

প্রশ্ন :- তোমাদের ঈশ্বরীয় মিশনের কর্তব্য কি ? তোমাদের কি সেবা করতে হবে ?

উত্তর :- তোমাদের কর্তব্য হলো মানবের কল্যাণ করা । সবাইকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবার পরিচয় দেওয়া । তোমরা সবাইকে বলো যে - স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে স্মরণ করো - তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে । তাদের লক্ষ্য কী হবে, প্রত্যেককে তোমাদেরকে তা দিতে হবে । যারা দেবী দেবতাদের মানে, এবং তোমাদের কূলের হবে, তারাই এই সব কথা বুঝবে । তোমাদের সব বক্তব্যই হল অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ।

গীত :- ভোলেনাথের থেকে অনন্য আর কেউ নেই •••••

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ শিববাবা বসে বোঝাচ্ছেন । ভোলানাথ শুধু এক শিববাবাই । গৌরীনাথ যে বলা হয়, গৌরী মানে শুধুই এক পার্বতী নয় । গৌরীনাথ বা বাবুলনাথ অর্থাত্ বাবুল কাঁটাকে যিনি ফুলে পরিণত করেন আর বিকারে শ্যামবর্ণ ধারণকারীদের যিনি গৌরবর্ণ করে তোলেন । সকল মহিমা শুধু সেই এক - এরই । এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় বা ড্রামা । যখন ড্রামা বলা হয়ে থাকে তখন ড্রামার মুখ্য অভিনেতাকে নিশ্চয়ই মনে পড়ে । প্রধান চরিত্রে নিশ্চয়ই হিরো হিরোইনদের জুটি থাকে। এখানেও মুখ্য নিশ্চয়ই কাউকে প্রয়োজন। মাতা - পিতার নাম সবার আগে । সূক্ষ্ম বতনে বলা হয় শঙ্কর পার্বতী । মানুষ ব্রহ্মা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নয় । ব্রহ্মা সরস্বতী বলে, কিন্তু ওঁনারা জুটি নন । বাস্তবে শঙ্কর পার্বতীরও জোড় বন্ধন নেই । বিষ্ণুর দুনিয়া সম্পর্কেও মানুষ জানেনা । ওঁনাকে যে অলংকরণে দেখা যায় তা ওঁনার নয় । এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের জোড় বলা হয় । ভোলানাথ তাঁকেই বলা হয় যিনি অতি সুখ দেন । ভোলানাথ ব্যাপারী, যিনি পুরানো জিনিস নিয়ে নতুন দেন । সবার প্রথমে বুদ্ধিতে ধারণা হতে হবে যে উচ্চ থেকে উচ্চতম কে ? অধিক সুখদাতাই বা কে ? যিনি অনেককেই সুখ দান করেন তাঁরই পূজা হয় । এই সব বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । বিচার সাগর মন্থন কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ । তো চিন্তনের দ্বারা এটাই দেখা গেছে যে করা হয়েছে যে, মনুষ্যদের মধ্যে লক্ষ্মী -নারায়ণ হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর । আচ্ছা ওঁনারা কি সুখ দিয়েছেন যে মনুষ্য ওঁনাদের নামগান করে পূজা করে ? বাস্তবে ওঁনারা তো কোনও সুখ দেন নি, তবে হ্যাঁ সুখধামের মালিক ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের কে এমন তৈরি করেছেন ? এর আগেই বা তাঁরা কোথায় ছিলেন ? যদি বাবা তাঁদের এমন তৈরি না করতেন তবে তাঁরা কোথায় থাকত ? এ সবই এখন বাচ্চারা জানে । আত্মার তো কখনও বিনাশ হয়না । তাঁদের এমন কর্ম কে শিখিয়েছেন যে উচ্চ আসন গ্রহণ করেছেন ? নিশ্চয়ই কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা । দুনিয়া তাঁদের সম্পর্কে জানেনা যে অতীতে তাঁরা কি ছিলেন । তোমরা এখন জান যে, লক্ষ্মী - নারায়ণ 84 জন্ম ভোগ করে শেষে ব্রহ্মা সরস্বতী হয় । তবে কী লক্ষ্মী - নারায়ণের মহিমা গায়ন হবে , নাকি যিনি পুরুষার্থ করিয়ে প্রালব্ধ প্রাপ্তি করিয়েছেন তাঁর মহিমা গায়ন হবে ? কত গুহ্য রহস্য । বোঝাতে হবে লক্ষ্মী - নারায়ণ কি করে গেছেন । ওঁনাদেরই রাজত্ব চলছিল। কিন্তু গায়ন শুধু একজনের হয়ে আসছে । শঙ্করাচার্য এসে সন্ন্যাস ধর্মের রচনা করেছেন, পরে তাঁদের পরিচালনাও

করেছেন । তারপর তিনিও তমোপ্রধান অবস্থা প্রাপ্ত করেছেন এরপর তাঁকে সতোপ্রধান কে বানাবে ? মায়া সবাইকে তমোপ্রধান করে ছেড়েছে । লক্ষ্মী - নারায়ণ যাঁরা সতোপ্রধান ছিলেন তাঁরাও চক্র শেষে তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের একই পরিণতি । যত বড়োই নামিদামী ব্যাক্তি হোক না কেন -- সতো, রজো, তমোর মধ্য দিয়ে প্রত্যেককে যেতে হবে । এই সময়ে সবাই পতিত। তমোপ্রধান এই দুনিয়াকে আবার সতোপ্রধান কে তৈরি করবে ? প্রথমে সতোপ্রধান সুখ ভোগ করে পরে দুঃখী হয় । এই রহস্য এখন আমার বাচ্চাদেরই এসে বোঝাই। ৮৪ জন্ম নিলে সতো থেকে তমো নিশ্চয়ই হতে হবে। প্রতিটি জিনিসকে সতো, রজো, তমোর মধ্য দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে । ধর্মগুরুদেরও তাই হয়। তারাও এখন তমোপ্রধান। এখন তবে উচ্চ থেকে উচ্চতম কে ? যিনি কখনওই তমোপ্রধান হন না । যদি তিনিও তমোপ্রধান হয়ে যান তবে ওঁনাকে সতোপ্রধান করবেন কে ? তাহলে তো তারই মহিমা হবে! এইভাবেই বিচার সাগর মন্থন করতে করতে যে পয়েন্ট ভালো লাগে সেটাই শোনানো হয় । ভোলানাথ পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সকলের সদ্গতি দাতা, সতোপ্রধান করে তোলেন সবাইকে । সবাই দুর্গতি থেকে মুক্তি পেয়ে সদ্গতি লাভ করে। নম্বর অনুযায়ী যে প্রথমে আসবে, সে সতোপ্রধান, সতো, রজো হয়ে আবার তমোপ্রধানে পরিণত হবে । সব চেয়ে প্রথম যে আত্মা নীচে আসবে সে সুখ ভোগ করবে, দুঃখ নয় । মানুষ চিনতে পারে না যে, এই আত্মা নতুন তাই তার এতো সুখ আর মান । এখন সবারই তমোপ্রধান অবস্থা । (পাঁচ) তত্ব, খনি ইত্যাদি যা কিছু আছে সব তমোপ্রধান । নতুন ছিল এখন পুরানো হয়ে গেছে । ওখানে (সত্য যুগে) আনাজ, ফল ফুল ইত্যাদি কতো সুন্দর হয় - তাও বাচ্চাদের সাক্ষাত্কার করিয়েছি । সূক্ষ্ম বতনে বাচ্চারা যায়, গিয়ে বলে বাবা অমৃত পান করিয়েছেন । নিশ্চয়ই উচ্চতর শ্রেষ্ঠ বাবা যিনি শ্রেষ্ঠ জিনিসই দান করেন । বাচ্চাদের এটাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে উচ্চ থেকে উচ্চতর এক ভগবান । স্মরণও সবাই তাঁকেই করে । গড ফাদারও বলে থাকে । গড থাকেনই উপরে । আত্মা গড ফাদারকে স্মরণ করে তখনই যখন আত্মা দুঃখে থাকে। ভোলানাথ বাবা এসেই সুখ প্রদান করেন । তবে কেন ওঁনাকে স্মরণ করবে না ? আত্মা বলে শরীর নিয়ে যখন দুঃখ ভোগ করি তখন বাবাকে খুব স্মরণ করি। শত্রু রাবণ যখন দুঃখ দেয় তখনই বাবাকে স্মরণ করি । দুঃখে আমরা সব আত্মারাই পরমাত্মাকে স্মরণ করি, তারপর যখন স্বর্গে যাই তখন আর বাবাকে স্মরণ করিনা । এই কথা আত্মারাই বলে, বাবাকেই তো ডাকবে তাই না ! মানুষ তো ওঁনার পেশা, পরিচয় কিছুই জানেনা ; না ড্রামার রহস্য জানে, না আত্মা কিভাবে চক্রে আসে তা জানে । তোমরা বাচ্চারা এখন সব জান - মায়া রাবণ এসে কিভাবে দুঃখ দেয়। এই রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে দ্বাপর থেকে । এটাও বোঝাতে হবে , কেননা কেউ জানেনা যে সবচেয়ে পুরানো শত্রু হলো রাবণ। তার মতেই পার্টিশান ইত্যাদি হয়েছে ।

এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, আমরা শ্রীমত দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি । তিনিই হলেন সবার সদ্গতি দাতা । তিনি যখন আসেন তখনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর দ্বারা কার্য করান । উচ্চ থেকে উচ্চতম তিনি, সেই একজন। ওঁনার পরিচয় কেউ জানেনা । এটাও একটা খেলা যা পূর্ব নির্ধারিত । বাবা এসে বোঝান - সবচেয়ে বড়ো শত্রু হলো রাবণ, তার উপরেই বিজয়ী হতে হবে । বুঝবে তারাই যারা কল্পের প্রথমে বুঝেছিল। তারাই এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে । এখন নিজের মনে বিচার কর সত্যযুগ থেকে ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত সম্প্রদায় কতখানি বৃদ্ধি পাবে! তো এত সব মানুষকে জ্ঞান প্রদান করবার সেবা করতে হবে । সবার মধ্যে জ্ঞানের বীজ রোপণ করতে হবে । জ্ঞানের তো বিনাশ হয়না । যারা লড়াই করে তাদেরও উদ্ধার করতে হবে । আমাদের দৈবী সম্প্রদায়

যেখানেই থাকুন না কেন বেরিয়ে আসবে । যারা লড়াই করে, তাদের বিষয়ে বলা হয়, যারা যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু বরণ করবে তারা স্বর্গে যাবে কিন্তু এমনটা বললেই তারা স্বর্গে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ওদের দিকে প্রকৃত লক্ষ্য দিচ্ছ। লক্ষ্য শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই দিতে পারে, মৃত্যু তো আসবেই । মুসলমানরা আল্লাকে স্মরণ করবে, শিখ সম্প্রদায় গুরু নানককে স্মরণ করবে, কিন্তু থোড়াই তারা স্বর্গে যেতে পারবে ? স্বর্গে যাওয়ার সময় হল এই সঙ্গমযুগ । তো যুদ্ধ লড়াই ইত্যাদি যারা করে তাদেরকে তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই এই মন্ত্র দিতে পারবে না । স্বর্গের মালিক বানাতে পারেন একমাত্র সকলের উচ্চ যিনি, বাবা । ভগবানুবাচ তো ঠিকই রয়েছে যে যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করলে স্বর্গে যাবে। কিন্তু, সেটা কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে ? যুদ্ধ দুই রকম। এক হলো রুহানি (আধ্যাত্মিক) অপরটি হল দৈহিক । সেই সব গুলিবর্ষণকারীদেরও তোমরা জ্ঞান শোনাতে পার । গীতাতেও আছে মনমনাভব । বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ কর তবেই স্বর্গে যেতে পারবে । যখন সঙ্গমযুগ হবে তখনই স্বর্গে যেতে পারবে । ওসব হল জাগতিক কথা আর এ হলো আধ্যাত্মিক কথা । আমাদের যুদ্ধ হল মায়ার সাথে, তার উপরেই আমাদের জয়ী হতে হবে । মৃত্যুপথযাত্রীকে মন্ত্র দেওয়া হয় । এরা তো যাচ্ছেই মৃত্যু বরণ করতে, তাই বাবার বার্তা তাদেরকে দিতে হবে । একদিন গভর্ণমেন্টও তোমাদের বলবে সবাইকে এই জ্ঞান শোনাও । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মিশনারি । তোমাদের কাজই হলো অনেকের কল্যাণ করা, তাদের বলো ভগবানকে স্মরণ করার কথা । এখন স্বর্গ স্থাপন হতে যাচ্ছে শুনে তারা খুব খুশি হবে । যারা এই কূলের হবে তারাই মানবে । দেবতাদের যারা মান্য করে তারাই এই কথাগুলো বুঝবে আর তাদের কল্যাণও হবে । বাবাকে স্মরণ না করলে স্বর্গে যেতে পারবে না । স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে স্মরণ করলে তবেই কল্যাণ হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যারা লড়াই করে তারা লড়াইয়ের সংস্কার নিয়ে যায়, ফিরে এসে আবারও তারা লড়াই করে । আত্মা তো সংস্কার নিয়েই যায় তাই না ! স্বর্গে তো যেতে পারবে না। যারা ভারতের সেবা করে তার ফল তো তাদের পাওয়া উচিত তাই না ! ওদের প্রতিও সার্ভিস করতে হবে । বড় বড় মাপের মানুষদের বোঝাতে হবে। যার দ্বারা তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের বলবে এখানে এসে ভাষণ দাও । যেমন এক মেজর বাবাকে (ব্রহ্মা) চেয়েছিলেন । যেখানে সেখানে বোঝাবার জন্য ঢুকে পড়তে হয় । বড়দের বোঝালে ছোটরাও তারপর আসে। কিন্তু গুরুদের তোমরা বোঝাতে গেলে তাঁর শিষ্যরাই ওঁনার মাথা খারাপ করে দেবে আর তাঁকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে গদিতে বসাবে, কেননা এ হলো (বাবার এই জ্ঞান) একদম নতুন জ্ঞানের কথা । সারা দুনিয়াতে একটি মনুষ্যও গীতাকে পুরোপুরি বোঝেনি । বলে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারাই বিনাশ জ্বালা (অগ্নি) প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তারপর কি হয়েছিল জানেনা । মানুষ কিছুই জানেনা । এই সময় সব কিছুই তমোপ্রধান । ক্রিশ্চানরাও মানে যে ক্রাইস্ট এখন ভিখারি রূপে আছে । তারপর ভিখারিকে আমীর (বিত্তবান) কে বানাবে ? সবার সদ্গতি দাতা একজনই – পরমাত্মা। তোমরা বাচ্চারা যদি বিধি পূর্বক বসে বোঝাও তবে অনেকেরই কল্যাণ হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি পতিত – পাবন তাই তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে। যে উপযুক্ত হবে সেই আসবে । যাদের স্বদর্শন চক্র বা মনমনাভবর অর্থ বুদ্ধিতে আছে তাদেরই ব্রাহ্মণ বলা হবে । ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হওয়া যাবে না । প্রজা তো অনেক হবে । ত্রেতার শেষ পর্যন্ত যারা আসবে তারাই এই মন্ত্র পাবে। তীর তাদেরই লাগবে যারা এই কূলের হবে । তোমাদের তীর এখন ধারালো হচ্ছে । শেষে গিয়ে খুব তীক্ষ্ণ বাণ লাগবে । সন্ন্যাসীদেরও বাণ লেগেছে তাই না ! ওরা ভাবে ভগবানই এই বাণ মারেন । তোমাদের জ্ঞান বাণ এখন ধারালো রিফাইন হতে যাচ্ছে । মুখ্য বাণ একটাই মনমনাভব । যথার্থ রূপে বোঝাও যে এই সঙ্গমযুগেই স্বর্গে যেতে পারবে । মহাভারতের লড়াই

সামনে অপেক্ষা করছে। ওটাও যুদ্ধের ময়দান আর এটাও যুদ্ধের ময়দান । মায়াকে পরাজিত করতে মেহনত করতে হয় । সাধারণ প্রজাও অনেক হবে । যারা এই কূলের নয় তারা কখনও ভগবানকে স্মরণ করবে না । সার্ভিসের জন্য বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকলে তোমাদের জ্ঞানের অনেক পয়েন্টস স্মৃতিতে থাকবে আর যুদ্ধেও বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে যে -- এইভাবে চললে বিজয়ী হতে পারবো । বুদ্ধি তো চলেই তাই না! প্র্যাকটিসও করে। যখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয় তখনই ময়দানে লড়াই করতে যায় । তোমাদের কাছে অনেক আসবে । ভগবানের দরজায় ভক্তদের ভীড় হয়। মশার মতো আসবে । প্রাইম মিনিস্টার বা রাজা - রাণীদের কাছেও এতো ভীড় হয়না, যতটা ভক্তদের ভীড় হয় ভগবানের কাছে । এরপর সেই ভাবনাতেই আসবে। তখন কোনও খারাপ বিচার তাদের মনে থাকবে না । ইনি তো হলেন নিরাকার বাবা, তাই না! বুদ্ধিতে আছে যে ভগবানের কাছে তো ভক্তদেরই ভীড় হবে, সবাইকেই আসতে হবে । এখানে আমাদের জড় চিত্রের স্মৃতি একদমই যথাযথ । শিববাবারও চিত্র আছে । আছে জগত্পিতা জগৎ অম্বারও চিত্র । এ হল তোমাদের এখনকার গ্রুপ -- শক্তি সেনার । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্র আর মনমনাভবর অর্থ বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে ধারণ করতে হবে । সবাইকে (তাদের) লক্ষ্য দেওয়ার সেবা করতে হবে ।

২) মায়াকে জয় করতে হলে বিচার সাগর মন্থন করে, জ্ঞানের গভীরে গিয়ে রত্ন বের করে আনতে হবে ।

বরদান :- অনুভবের সম্পন্নতা দ্বারা সদা উৎসাহ -উদ্দীপনায় স্থিত মাস্টার অলমাইটি অথরিটি হও

অনুভবই হলো বৃহত্তর অথরিটি । প্রতিটি গুণ, প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি জ্ঞানের পয়েন্টের অনুভবে সম্পন্ন হও, তবেই চেহারায় খুশির উৎসাহ - উদ্দীপনার ঔজ্জ্বল্য দেখা দেবে। এখন শোনানো আর শোনানোর সাথে সাথে অনুভবের প্রতিমূর্তি হওয়ার বিশেষ ভূমিকা পালন করো। অনুভবের অথরিটি যার আছে, সে সর্বদা নিজেকে পরিপূর্ণ আত্মা অনুভব করবে । বীজ যেমন ভরপুর হয়, তেমনই জ্ঞান, গুণ, শক্তি গুলি সকলের মধ্যে ভরপুর হওয়ার কারণে মাস্টার অলমাইটি অথরিটি হয়ে যায় ।

স্লোগান :- অমৃতবেলা হল বিশেষ প্রভু পালনার বেলা । এর মহত্বকে জেনে সম্পূর্ণ লাভ ওঠাও ।